পলিসি ব্রিফ

ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম: সুশাসন প্রতিষ্ঠায় করণীয়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

৪১

৩ মে ২০১৬

প্রেক্ষাপট

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) 'ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদন ২০১৫ সালের ২৩ আগস্ট প্রকাশ করে। পরবর্তীতে ২০১৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারিতে টিআইবি স্থানীয় পর্যায়ের অভিজ্ঞতা ও চ্যালেঞ্জের সাথে জাতীয় পর্যায়ের উদ্যোগের যোগসূত্র স্থাপনের লক্ষ্যে 'ভূমি খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক একটি পরামর্শ সভার আয়োজন করে। উপরোল্লিখিত গবেষণার ফলাফল ও পরামর্শ সভার আলোচনা হতে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রমে চিহ্নিত চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষিতে জনগুরুত্বপূর্ণ এই খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য এই পলিসি ব্রিফ উপস্থাপন করা হচ্ছে।

ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবার মানোন্নয়নে সুপারিশ:

১. আইন সংস্কার

১.১ ২০১২ সালের বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি আইনের বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

১.২ ভূমিহীন বিধবা ও পরিত্যক্ত নারীদের কৃষি খাসজমি পাওয়ার শর্ত হিসেবে সক্ষম পুত্র থাকার বাধ্যবাধকতা রহিত করতে হবে।

২. ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

২.১ ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ভূমি সংক্রান্ত সকল প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো পরিচালনার জন্য একক অধিদপ্তর গড়ে তুলতে হবে।

২.২ উপজেলা পর্যায়ে নামজারি, রেজিস্ট্রেশন, তথ্য সরবরাহসহ অন্যান্য সেবা ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে।

২.৩ ভূমি বিষয়ক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সকল স্তরে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণ (এনজিও প্রতিনিধি/সুশীল সমাজ, পেশাজীবি সংগঠন, ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি) নিশ্চিত করতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২.৪ নামজারি ও ভূমির খাজনার ফি বৃদ্ধি এবং মৌজাভিত্তিক জমির মূল্য বৃদ্ধির মত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিপত্র জারি, নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের সকল স্তরে স্থানীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পৃক্ত করতে হবে।

২.৫ ভূমি প্রশাসন, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং নিবন্ধন পরিদপ্তরের সকল স্তরে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দিতে হবে।

২.৬ ভূমিসেবা প্রদানকারী সকল কার্যালয়ে নাগরিক সনদ ও তথ্যবোর্ড স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে এবং এসব কার্যালয়ে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অনুযায়ী সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ সুনিশ্চিত করতে হবে।

২.৭ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে ভূমি কর্মকর্তা হিসেবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের ভূমি অধিকার সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তাদের নিয়োগ বা পদায়ন করতে হবে।

৩. বাজেট ও ডিজিটাইজেশন

৩.১ জাতীয় বাজেটে ভূমি খাতের জন্য চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ রাখতে হবে যা ভূমি ডিজিটাইজেশন কর্মকাণ্ড, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ প্রদান, আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় ও দৈনন্দিন কার্যক্রমে ব্যবহার্যের জন্য ব্যয়িত হবে।

৩.২ ডিজিটাইজেশনের জন্য স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং সামগ্রিক ভূমি ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত ডিজিটাইজেশন নিশ্চিত করতে হবে।

৪. ভূমি সেবায় সুশাসন

৪.১ ভূমি খাতের বিভিন্ন পর্যায়ে অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িতদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং যারা ভালো কাজ করছেন তাদের জন্য ইতিবাচক প্রণোদনার বিধান রাখতে হবে।

৪.২ উপজেলা পর্যায়ে ভূমিসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সেবাগ্রহীতাদের নিয়ে ভূমি সেবা কার্যক্রমের ওপর 'গণশুনানি'র আয়োজন করতে হবে এবং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সেবার মানোন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪.৩ সেবাগ্রহীতাদের ভূমি সেবা বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ভূমি মেলার আয়োজন করতে হবে।

৪.৪ উপজেলা পর্যায়ের সকল ধরনের ভূমি কার্যালয়ে নারী, প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

৪.৫ ভূমিতে নারীর অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং ভূমি কার্যালয়গুলোতে নারীর অভিগম্যতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার-প্রচারণা করতে হবে।

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্তামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
টেলিফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www. ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www. facebook.com/TIBangladesh